MAY 1 1 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩ .....

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের ৮ শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

সাহাবুল হক ॥ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের একটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় উক্ত প্রকল্পের ৮ শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ ১০ মাস যাবৎ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। প্রকল্পের জনবলকে প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটে হস্তান্তর করার শর্ত থাকলেও সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। জানা যায়, দেশের নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচী নিয়ে ১৯৯৩ সালে নারী সংস্থার সহায়তায় ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট ১১৮টি উপজেলা, ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট ২৮২টি উপজেলা, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রজেক্ট ৫৩টি উপজেলা এবং ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট ১৯টি উপজেলার মাধ্যমে কাজ শুরু করে। ৪টি প্রকল্পের মধ্যে সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্টের মেয়াদ গত বছরের ৩০ জুন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ ২০০০ সালে শেষ

(১৫শ পৃষ্ঠার ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী

(শেষ পৃঃ পর)

হয়। সমাপ্ত প্রকল্প দুটির মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সরকারের অপ্রত্যাশিত খাত (থোক বরাদ্দ) থেকে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছে এবং 'মাধ্যমিক শিক্ষাখাত মানোন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক নতুন একটি উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে উক্ত জনবল কাজ করছে। পাশাপাশি সমাপ্ত হয়ে যাওয়া ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রকল্পে ৮ শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংকারের অপ্রত্যাশিত খাত থেকে দীর্ঘ ১০ মাসে কোন বেতন-ভাতাদি না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সূত্র জানায়, একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লেখ ছিল যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর জনবলকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে। বিশ্বব্যাংকের সুপারভিশন মিশনও উক্ত প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়ার সুপারিশ করে। অপর একটি সূত্র জানায়, গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকল্প দুটির জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সরকারী আদেশ জারি করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপজেলায় উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিকারও সুপারিশ করেছে। এছাড়া অনুমোদিত শিক্ষানীতিতেও শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল কাজই এখন এফএসএসএপি প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা করে থাকেন বলে জানা যায়।